দাদা ভগবান প্ররূপিত

ভুগছে যে তার ভুল

যা কিছু আমাদের ভোগ কারতে হয়,
তা আমাদের ভুলের পারিণাম
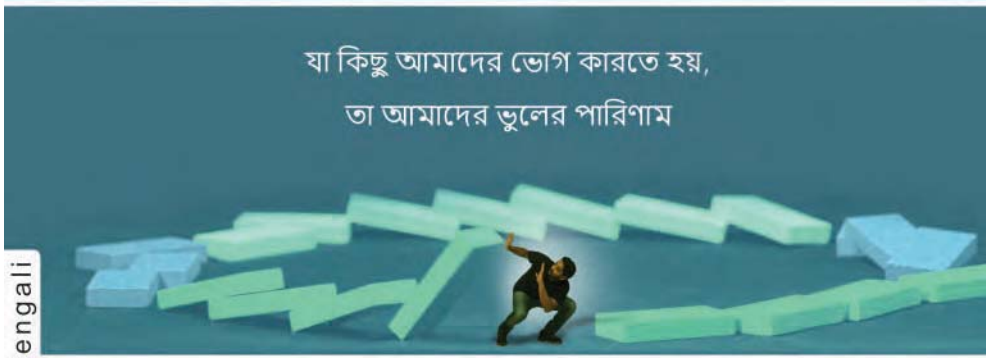
Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

ভুগছে যে তার ভুল

মূল গুজরাতী সংকলন ঃ ডাঃ নীরুবেন অমিন

বাংলা অনুবাদ ঃ মহাত্মাগন

প্রকাশক : শ্রী অজিত সি. প্যাটেল
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ – ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail : info@dadabhagwan.org

প্রথম প্রকাশ : 1st , November 2018

মুদ্রণ সংখ্যা : ২০০০

ভাবমূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য : ১২ টাকা

মুদ্রক : B–99, Electrronics G.I.D.C
K-6 Road, Sector 25
Gandhinagar – 382044
E-mail : info@ambaoffset.com
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৪১ / ৪২

ত্রি-মন্ত্র

নমো অরিহন্তানম্
নমো সিদ্ধানম্
নমো আয়রিয়ানম্
নমো উবজ্ঝায়ানম্
নমো লোয়ে সব্বসাহুনম্
এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো;
সব্ব পাবপ্পনাশনো
মঙ্গলানম চ সব্বেসিম্;
পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২
ওঁ নমঃ শিবায় ৩
জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

১. জ্ঞানী পুরুষ কি পহেচান
২. সর্ব দুঃখোঁ সে মুক্তি
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত
৪. আত্মবোধ
৫. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ
৬. জগৎকর্তা কৌন ?
৭. ভুগতে উসী কি ভুল
৮. অ্যাডজাস্ট্ এভরিহোয়্যার
৯. টকরাও টালিয়ে
১০. হুয়া সো ন্যায়
১১. চিন্তা
১২. ক্রোধ
১৩. ম্যাঁয় কৌন হুঁ ?
১৪. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
১৫. মানব ধর্ম
১৬. সেবা-পরোপকার
১৭. ত্রিমন্ত্র
১৮. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
১৯. দান
২০. মৃত্যু সময়, পহেলে ঔর পশ্চাৎ
২১. দাদা ভগবান কৌন ?
২২. সত্য-অসত্য কে রহস্য
২৩. প্রেম
২৪. অহিংসা
২৫. প্রতিক্রমণ (সংক্ষিপ্ত)
২৭. কর্ম কা বিজ্ঞান
২৮. চমৎকার
২৯. বাণী, ব্যবহার মেঁ. . .
৩০. প্যয়সোঁ কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)
৩১. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার (সং)
৩২. মাতা-পিতা ঔর বচ্চোঁ কা ব্যবহার (সং)
৩৩. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সং)
৩৪. নিজদোষ দর্শন সে. . . নির্দোষ
৩৫. ক্লেশ রহিত জীবন
৩৬. গুরু-শিষ্য
৩৭. আপ্তবাণী - ১
৩৮. আপ্তবাণী - ২
৩৯. আপ্তবাণী - ৩
৪০. আপ্তবাণী - ৪
৪১. আপ্তবাণী - ৫
৪২. আপ্তবাণী - ৬
৪৩. আপ্তবাণী - ৭
৪৪. আপ্তবাণী - ৮
৪৫. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org - তেও উপলব্ধ ।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা ''দাদাবাণী''' পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সঙ্কুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ - কালোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাত - ৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০,
E-mail : info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬'টার সময় ভীড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহমন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, বহুজন্ম ধরে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল দাদা ভগবান পূর্ণরূপে প্রকট হলেন — অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রকট হল। অলৌকিকভাবে এক ঘণ্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল। 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রদান করল যার মাধ্যম হলেন গুজরাত-এর চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রাম নিবাসী পাটীদার শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেল যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন।

'ব্যবসা-তে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম-তে ব্যবসা নয়' এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারোর কাছ থেকে অর্থ নেন নি, উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার অদ্ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা ওনার যে রকম প্রাপ্তি হয়েছিল তেমনই অন্য মুমুক্ষুদেরও তিনি কেবল দু' ঘণ্টাতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন। একে অক্রম মার্গ বলে। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম মানে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি —ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফট্-মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

উনি স্বয়ংই 'দাদা ভগবান' কে ? এই রহস্য জানাতেন। উনি বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন তিনি দাদা ভগবান নন। তিনি তো এ. এম. প্যাটেল ; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর আমার ভিতর যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যেই আছেন, আপনার মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন, আর আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত অবস্থায় আছেন। 'দাদা ভগবান'কে আমিও নমস্কার করি।"

সম্পাদকীয়

নিজের কোন ভুল ছাড়াই যখন ভুগতে হয় তখন হৃদয় দ্রবিত হয়ে বারংবার বলে যে এতে আমার কি ভুল ? এতে আমি কি অন্যায় করেছি ? তবুও উত্তর আসে না ; তখন নিজের অন্তরের উকিল ওকালত শুরু করে দেয় যে আমার এতে কোন ভুল নেই। এ সামনের ব্যক্তির ভুল নয় কি ? শেষে এমনই ধারণা করিয়ে দেয়, জাস্টিফাই করিয়ে দেয় যে 'ও যদি এরকম না করতো তো তাহলে আমার এরকম খারাপ করার বা বলার কি দরকার ছিল ?' এইভাবে নিজের ভুল ঢাকে আর সামনের ব্যক্তির–ই ভুল, এরকম প্রমাণ করে দেয়। আর কর্মের পরম্পরা সৃজন করে।

পরমপুজ্য দাদাশ্রী অত্যন্ত সাধারণ মানুষেরও সমাধান করে দেয় এরকম জীবনোপযোগী সূত্র দিয়েছেন যে 'ভুগছে যে তার ভুল'। এই জগতে ভুল কার ? চোরের না কি যার চুরি হয়েছে তার ? এই দুজনের মধ্যে ভুগছে কে ? যার চুরি গেছে সেই তো ভুগছে ! যে ভুগছে তার ভুল ! চোর যখন ধরা পড়বে আর ভুগবে তখন তার ভুলের সাজা আসবে। আজ নিজের ভুলের সাজা পেয়েছো। নিজে ভুগছো তো পরে কাকে দোষ দেওয়ার থাকবে ? সামনের ব্যক্তিকে নির্দোষই দেখবে। নিজের হাত থেকে টি–সেট ভাঙলে কাকে বলবে ? আর চাকরের হাতে ভাঙে তো ? এর মতই সব। ঘরে, ব্যবসায়ে, চাকরিতে সর্বত্রই 'ভুল কার ?' খুঁজতে হয় তো অনুসন্ধান করে দেখ 'ভুগছে কে ?' তারই ভুল। যতক্ষণ ভুল আছে ততক্ষণ দুর্ভোগ আছে। যখন ভুল শেষ হয়ে যাবে তখন এই জগতের কোন ব্যক্তি, কোন সংযোগ তোমাকে ভোগাতে পারবে না।

প্রস্তুত সংকলনে দাদাশ্রী 'ভুগছে যে তার ভুল'–এর বিজ্ঞান খুলে ধরেছেন। এরকম অমূল্য জ্ঞানসূত্র এতে আছে যা উপযোগে নিলে নিজের সমস্ত সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

ডাঃ নীরুবেহন অমিন–এর জয় সচ্চিদানন্দ

ভুগছে যে তার ভুল

প্রকৃতির ন্যায়ালয়ে ....

এ জগতে ন্যায়াধীশ তো জায়গায় জায়গায় রয়েছেন কিন্তু কর্মজগতে কুদ্‌রতী (প্রাকৃতিক) ন্যায়াধীশ তো মাত্র একটাই। 'ভুগছে যে তার ভুল' এই একটামাত্র ন্যায় আছে। এর দ্বারাই সমস্ত জগৎ চলছে আর ভ্রান্তির ন্যায় থেকে সমস্ত সংসার দাঁড়িয়ে আছে।

একটি ক্ষণের জন্যেও জগৎ নিয়মের বাইরে নয়। পুরস্কার যাকে দেওয়ার তাকে পুরস্কার দিচ্ছে আর সাজা যাকে দেওয়ার তাকে সাজা দিচ্ছে। জগৎ নিয়ম–বহির্ভুত ভাবে চলেই না, নিয়মাধীন, সম্পূর্ণ ন্যায়পূর্বকই চলে। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তা দেখা যায় না বলে বুঝতে পারে না। এই দৃষ্টি নির্মল হলে তখনই ন্যায় দেখতে পাবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বার্থদৃষ্টি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায় কি করে দেখবে ?

ব্রহ্মাণ্ডের স্বামীর দুর্ভোগ কেন ?

এই সমগ্র জগৎ 'আমাদের' অধিকারে আছে। আমরা 'নিজেরা' ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তৎসত্ত্বেও কেন আমাদের দুঃখভোগ করতে হচ্ছে তা খুঁজে বার করো। এ' তো আমরা নিজের ভুলে বাঁধা পড়েছি। কোনো লোক এসে বাঁধেনি। এই ভুল ভাঙলে তবেই মুক্ত হবে। আর বাস্তবে তো মুক্ত–ই আছো কিন্তু ভুলের কারণে বন্ধন ভোগ করছো।

নিজে-ই বিচারক, নিজে-ই অপরাধী আবার নিজেই উকিল, তো ন্যায় কার পক্ষ নেবে ? নিজের–ই পক্ষ নেবে ? তারপর নিজের সুবিধামত ন্যায়–ই তো করে! নিজে নিরন্তর ভুল–ই করতে থাকে। এইভাবেই জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভিতরের ন্যায়াধীশ বলেন যে তোমার ভুল হয়েছে। তো ভিতরের উকিল ওকালত করে যে এতে আমার দোষ কোথায় ? এরকম করে নিজেই বন্ধনে আসে। নিজের আত্মহিতের জন্য জেনে নেওয়া চাই যে কার দোষে বন্ধন। যে ভুগছে তার–ই দোষ। দেখতে গেলে চলতি

ভাষাতে অন্যায়, কিন্তু ভগবানের ভাষাতে ন্যায় তো এটাই বলে যে, 'ভুগছে যে তার ভুল।' এই ন্যায়ে তো বাইরের ন্যায়াধীশের কোনও কাজ–ই নেই।

জগতের বাস্তবিকতার রহস্যজ্ঞান লোকেদের জানা নেই আর যার কারণে ঘুরে মরতে হয় সেই অজ্ঞান–জ্ঞান সবাই জানে। এই যে পকেটমার হলো এতে ভুল কার ? এর পকেট থেকে গেলো না আর তোমার কেন গেল ? তোমাদের দুজনের মধ্যে আজকে কে ভুগছে ? 'যে ভুগছে তার ভুল!' দাদা এই জ্ঞানে 'যেমনটি তেমন' দেখেছেন যে ভুগছে তার–ই ভুল।

সহ্য করা না সমাধান করা ?

লোকে সহ্যশক্তি বাড়াতে বলে কিন্তু তা কতটা পর্য্যন্ত থাকবে ? জ্ঞানের রশি তো শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছাবে। সহ্যশক্তির রশি কতদূর পৌঁছাবে ? সহ্যশক্তির লিমিট আছে, কিন্তু জ্ঞান আনলিমিটেড। এই জ্ঞান–ই এমন যে কিঞ্চিৎমাত্র সহ্য করতে হয় না। সহ্য করা তো লোহাকে দৃষ্টি দ্বারা গলানো। তার জন্যে শক্তি চাই। কিন্তু জ্ঞানে কিঞ্চিৎমাত্র সহ্য না করেও পরমানন্দের সাথে মুক্তি! পরে বুঝতে পারে যে এ তো হিসাব পুরো হচ্ছে আর মুক্ত হচ্ছে।

যে দুঃখ ভোগ করছে তা তার ভুল আর সুখ ভোগ করছে তো সেটা তার পুরস্কার। কিন্তু ভ্রান্তির আইন নিমিত্তকে ধরে। ভগবানের আইন রিয়াল আইন, তা যার ভুল তাকেই ধরে। এই আইন একদম সঠিক, এতে কোনো পরিবর্তন কেউ করতে পারে না। জগতে এরকম কোনো আইন নেই যা কাউকে দুর্ভোগ দিতে পারে! সরকারী আইনও দুর্ভোগ দিতে পারে না।

এই চায়ের কাপ তোমার হাতে ভাঙলে তোমার দুঃখ হয় ? নিজে ভাঙলে সেখানে তোমাকে সহ্য করতে হয় ? আর যদি তোমার ছেলের হাত থেকে ভাঙে তো দুঃখ, চিন্তা আর ক্লেশ হয়। নিজের ভুলেরই এই হিসাব এটা যদি বুঝতে পারা যায় তো দুঃখ অথবা চিন্তা হয় কি ? এ তো পরের

দোষ বের করে দুঃখ আর চিন্তা খাড়া করছে আর দিন–রাত নিখাদ জ্বলনে জ্বলছে আবার তার উপর নিজের এরকম মনে হয় যে আমাকে অনেক সহ্য করতে হচ্ছে।

নিজের কিছু ভুল আছে বলেই না সামনের ব্যক্তি বলছে ? সেইজন্যে ভুল ভেঙে নাও না ! এই জগৎ এমনই স্বতন্ত্র যে কোন জীব অন্য জীবকে কষ্ট দিতে পারে না আর যদি কষ্ট দিচ্ছে তো আগে গণ্ডগোল করেছিল সেইজন্যে। সেই ভুল থেকে বেরিয়ে এসে পরে আর হিসাব থাকবে না।

প্রশ্নকর্তা : এই থিয়োরি ঠিকমত বুঝতে পারলে মনের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়।

দাদাশ্রী : সমাধান নয়, এগজ্যাক্ট এইরকমই হয়। এ কিছু তৈরী করা নয়, বুদ্ধিপূর্বক বলা কথা নয়, এ জ্ঞানের কথা।

আজ কে দোষী — লুটেরা অথবা যাকে লুটেছে ?

খবরের কাগজে রোজ পড়া যায় যে, 'আজ ট্যাক্সিতে দুজন লোক কারোর সব লুটে নিয়েছে, অমুক ফ্ল্যাটে কোনো মহিলাকে বেঁধে লুটপাট করেছে।' এ পড়ে তোমার ভয় পাওয়ার দরকার নেই যে আমারও যদি লুটে নেয় তো ? এরকম চিন্তাই ভুল। এর বদলে তুমি তোমার মত সহজভাবে ঘোরো না ! তোমার হিসাব থাকলে তবেই লুটে নিয়ে যাবে, নয়তো কোনও বাবাও জিজ্ঞেস করবে না। সুতরাং তুমি নির্ভয়ে থাকো। এই খবরের কাগজওয়ালারা তো লিখবে, তাতে কি আমরা ভয় পাব ? এ তো ভাল যে ডাইভোর্স খুব কম হয়, যদি বেশীমাত্রায় হতে শুরু করে তো সবারই শঙ্কা হতে থাকবে যে আমারও যদি ডাইভোর্স হয় তো ? যেখানে এক লাখ লোকের থেকে লুট হয়েছে সেখানেও তোমার ভয়ের কিছু নেই। কোনও বাপ–ও তোমার উপরে নেই।

লুটেরা ভুগছে কি যার লুট হয়েছে সে ভুগছে ? কে ভুগছে সেটা দেখে নেবে। লুটেরা এসে লুটে নিলে কান্নাকাটি করবে না, প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।

জগৎ দুঃখ ভোগ করার জন্য নয়, সুখ ভোগ করার জন্য। যার যেটুকু হিসাব আছে সেটুকুই হয়। কতজন তো শুধু সুখই ভোগ করে, তাই বা কি থেকে ? নিজেই এরকম হিসাব নিয়ে এসেছে সেইজন্যে।

'ভুগছে যে তার ভুল' — এই একটা বাক্যই যদি ঘরে লিখে রাখো তো দুর্ভোগের সময় জানবে যে ভুল কার ? সেইজন্যে অনেক বাড়ীতে বড় বড় অক্ষরে দেওয়ালে লিখে রেখেছে 'ভুগছে যে তার ভুল' ! এর পরে আর এ'কথা ভুলবে না।

যদি কেউ সারা জীবন এই শব্দ যথার্থভাবে বুঝে ব্যবহার করে তো গুরু করার প্রয়োজন নেই আর এই সূত্রই তাকে মোক্ষে নিয়ে যাবে।

এ অদ্ভুত ওয়েল্ডিং হয়েছে !

'ভুগছে যে তার ভুল' এ খুব বড় সূত্র। সংযোগানুসারে কালের হিসাবে শব্দের ওয়েল্ডিং হয়। ওয়েল্ডিং না হলে তো কাজেই আসবে না ! ওয়েল্ডিং হওয়া প্রয়োজন। এই শব্দ ওয়েল্ডিং হয়ে এসেছে। এত বেশী সারবস্তু এতে আছে যে এর উপরে একটা বড় বই লেখা যায়।

এক 'ভুগছে যে তার ভুল' এটুকুই যদি বলি তো একদিকের পাজল সমাধান হয়ে যায় আর দ্বিতীয় 'ব্যবস্থিত' যদি বলি তো অন্যদিকের পাজল–এরও সমাধান হয়। নিজেকে যে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে তা নিজেরই দোষ ; অন্য কারোর দোষ নয়। যে দুঃখ দিচ্ছে তার ভুল নয়। যে দুঃখ দিচ্ছে সংসারে তার ভুল বলে আর ভগবানের নীতিতে যে ভুগছে তার ভুল।

প্রশ্নকর্তা : দুঃখ যে দিচ্ছে তাকে তো ভুগতে হবেই ?

দাদাশ্রী : পরে যখন সে ভুগবে তখন তার ভুল ধরা হবে কিন্তু আজ তো তোমার ভুল ধরা পড়েছে।

ভুল, বাবার না ছেলের ?

একজন লোকের ছেলে রাত দু'টোর সময় ঘরে ফিরত। সে তো পঞ্চাশ লাখের পার্টি। বাবা রাস্তা দেখতে থাকতো যে ছেলে ফিরলো কি ফিরলো না। আর সে আসে তো টলতে টলতে ঘরে ঢোকে। বাবা পাঁচ–সাতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, ছেলে শুনিয়ে দিয়েছে। এইভাবেই চলছিল। পরে আমার মত কেউ বলে যে 'ঝঞ্ঝাট ছাড়ো না। ওকে পড়ে থাকতে দাও। তুমি তোমার মত একান্তে শুয়ে পড়ো। তখন বলে, 'ছেলেটা তো আমার'! নাও, মনে হচ্ছে যেন এর গর্ভেই জন্ম নিয়েছে।

ছেলে তো এসে শুয়ে পড়ে। পরে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেলে তো ঘুমিয়ে পড়েছে, তুমি ঘুমোচ্ছ কি না ?' তাতে বললো, 'আমার কি করে ঘুম আসবে ? এই মোষটা তো মদ খেয়ে আসে আর শুয়ে পড়ে, আমি তো আর মোষ নই।' আমি বললাম, 'ও তো সেয়ানা হয়েছে।' আর দ্যাখো, এই সেয়ানা দুঃখ পাচ্ছে। আমি তাকে আবার বললাম, 'ভুগছে যে তার ভুল', ছেলে ভুগছে না তুমি ভুগছো ?' তখন বললো, 'এ' তো আমিই ভুগছি, সারা রাত জেগে থাকা....।' আমি বললাম, 'এর ভুল নয়, এ তোমারই ভুল। তুমি পূর্বজন্মে একে ফুসলিয়ে নষ্ট করেছিল, তার ফল এটা হয়েছে। তুমি একে নষ্ট করেছিলে তো সেই জিনিষই তোমাকে ফেরত দিতে এসেছে।' অন্য তিন ছেলে ভাল তো তুমি কেন এদের আনন্দ নিচ্ছ না ? সমস্ত কিছুই নিজের তৈরী করা মুস্কিল। এই জগৎটা বোঝা দরকার!

এই বৃদ্ধের বিগড়ে যাওয়া ছেলেকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর বাবা এত দুঃখ পাচ্ছে তো তোর কিছু দুঃখ হয় না ?' ছেলেটা বললো, 'আমার কিসের দুঃখ ? বাবা পয়সা জমিয়ে বসে আছে তো আমার চিন্তা কিসের ? আমি তো মজা করছি।'

তাহলে বাপ–বেটার মধ্যে ভুগছে কে ? বাবা। সেইজন্যে বাবারই ভুল। ভুগছে যে তার ভুল। এই ছেলেটা জুয়া খেলে, যা খুশী করতে

থাকে, তবুও এর ভাইরা তো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। এর মা-ও তো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে! আর এই অভাগা বৃদ্ধই একা জাগে। সেইজন্যে এরই ভুল। এর কি ভুল ? তাতে বলা যায় যে পূর্বজন্মে এই বৃদ্ধ এই ছেলেটিকে নষ্ট করেছিল। তো পূর্বজন্মে এরকম ঋণানুবন্ধ হয়ে গেছে বলে বৃদ্ধকে আজ ভুগতে হচ্ছে আর ছেলেটি যখন দুর্ভোগে পড়বে তখন তার ভুল ধরা পড়বে। দুজনের মধ্যে কে দুঃখ পাচ্ছে ? যে দুঃখ পাচ্ছে তার-ই ভুল। এইটুকু নিয়ম যদি কেউ বুঝে যায় তো সমগ্র মোক্ষমার্গ খুলে যায়।

পরে ওই বৃদ্ধকে বললাম যে এখন এ যাতে ভালো হয়ে চলে তার চেষ্টা করতে থাকো। এর কি করলে ভালো হয়, লোকসান না হয় তা দেখতে হবে। মানসিক দিক থেকে কষ্ট দেবে না। শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করাবে। তোমার কাছে পয়সা থাকে তো দেবে, কিন্তু মনে দুঃখী হবে না।

নয়তো আমাদের এখানে নিয়ম কি ? ভুগছে যে তার ভুল। ছেলে মদ খেয়ে এসে আরামে ঘুমোচ্ছে আর তোমার সারারাত ঘুম আসে না। তারপরে আমাকে বলছো 'এ মোষের মত শুয়ে আছে আর আমার ঘুম আসে না।' আমি তো বলবো আরে, তুমি ভুগছো তো ভুল তোমারই। পরে এ যখন ভুগবে, তখন এর ভুল।

প্রশ্নকর্তা : মা-বাবা ভুলের জন্য ভুগছে তা তো মমতা আর দায়িত্বের কারণেই ভুগছে, না কি ?

দাদাশ্রী : শুধু মমতা আর দায়িত্বই নয়, মুখ্য কারণ এদের ভুল। মমতা ছাড়াও অন্য অনেক কজেজ্ হয়, কিন্তু তুমি যখন ভুগছো তখন ভুল তোমারই। সেইজন্য কারোর দোষ বের করবে না, নয়তো ফের সামনের জন্মের হিসাব বাঁধবে।

অর্থাৎ এই দুইয়ের নিয়ম আলাদা। প্রকৃতির নিয়ম মানলে তোমার রাস্তা সুগম হয়ে যাবে, আর সরকারের নিয়মকে মান্যতা দিলে সমস্যা হবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দাদা, একে নিজের ভুল তো বুঝতে হবে ?

দাদাশ্রী : না, নিজে দেখতে পাবেনা। দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে কাউকে চাই। তার প্রতি বিশ্বাস আছে এরকম হওয়া চাই। একবার ভুল দেখতে পেলে দু–তিনবারে অনুভবে এসে যাবে।

সেইজন্যেই তো আমি বলেছি যে যদি বুঝতে না পারো তো ঘরে এইটুকু লিখে রাখো, 'যে ভুগছে তার ভুল'। তোমার শাশুড়ী তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, রাতে ঘুম আসছে না; অথচ শাশুড়ীকে দেখতে যাও তো সে ঘুমিয়ে গেছে, নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে ; এর থেকে কি বুঝতে পারছ না যে এ তোমার ভুল। শাশুড়ী তো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভুগছে যে তার ভুল। এই কথাটা তোমার পছন্দ হলো কি হলো না ? তো ভুগছে যে তার ভুল, এটুকুই যদি কেউ বুঝে যায় তো ঘরে একটাও ঝগড়া হবে না।

প্রথমে তো জীবনে বাঁচতে শেখো। ঘরে ঝগড়া কম হলে তারপরে অন্য কিছু শিখবে।

সামনের ব্যক্তি যদি না বোঝে তো ?

প্রশ্নকর্তা : কতজন এমন হয় যে আমি যত ভাল ব্যবহারই করি না কেন, তবুও তারা বোঝে না।

দাদাশ্রী : সে যদি না বোঝে তো সেটা আমারই ভুল যে সমঝদার লোক কেন পাই নি ? এর সংযোগ–ই বা আমার কেন হল ? যখনই আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তা আমারই ভুলের পরিণাম।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে কি আমাকে এটাই বুঝতে হবে যে আমার কর্মই এরকম ?

দাদাশ্রী : অবশ্যই। নিজের ভুল না থাকলে আমাকে ভুগতে হতো না। এই জগতে এমন কেউ নেই যে আমাকে সামান্যতম দুঃখও দিতে পারে, আর যদি কেউ দুঃখ দেওয়ার থাকে তো তা নিজেরই ভুলের কারণে। সামনের ব্যক্তির দোষ নেই, সে তো নিমিত্তমাত্র। 'ভুগছে যে তার ভুল'।

স্বামী–স্ত্রী নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া করে শুয়ে পড়ার পর যদি তুমি চুপিচুপি দেখতে যাও আর দ্যাখো যে স্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অথচ স্বামী এপাশ–ওপাশ করছে তো বুঝবে যে সব ভুল স্বামীরই। স্ত্রী তো কষ্ট পাচ্ছে না। যার ভুল সেই ভোগে।

আর যদি সে সময় স্বামী ঘুমাচ্ছে আর স্ত্রী জেগে আছে তো জানবে যে ভুল স্ত্রী–র। 'ভুগছে যে তার ভুল', এ এক গভীর 'সায়েন্স'। সমগ্র জগৎ তো নিমিত্তকেই কামড়াতে যায়।

এর ন্যায় কি ?

এই জগৎ নিয়মের অধীনে চলছে, এ কোন গল্পকথা নয়। এর 'রেগুলেটর অফ দি ওয়ার্ল্ড'–ও আছে যা নিরন্তর এই ওয়ার্ল্ডকে রেগুলেশনে রাখছে।

বাসস্ট্যাণ্ডে কোন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে ; এখন বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা কি দোষ ? ইতিমধ্যে সাইড থেকে একটা বাস স্ট্যাণ্ডের ওপরে উঠে গেল কারণ ড্রাইভার স্টীয়ারিং –এর উপর কণ্ট্রোল রাখতে পারেনি আর সেই মহিলাকে চাপা দিল এবং বাসস্ট্যাণ্ডও ভেঙে ফেললো। পাঁচশ' লোক সেখানে জড়ো হয়ে গেল। এখন এই লোকেদের যদি বলা হয় যে 'এর ন্যায়বিচার করো' তো তারা বলবে 'এই মহিলা বেচারা বিনা দোষে মারা গেলো। এতে এই মহিলার কি দোষ ছিল ? এই ড্রাইভারই অপদার্থ'। তার পরে চার–পাঁচজন বুদ্ধিমান মিলে বলতে থাকলো, 'এই বাস ড্রাইভার কিরকম, এসব লোককে তো জেলে পাঠানো দরকার, এই করা উচিৎ, ওই করা উচিৎ। বেচারী মহিলা তো বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কি দোষ ?' আরে, তোমরা এর দোষ জান না, দোষ ছিলো তাই তো মারা পড়লো। আর এই ড্রাইভারের দোষ যখন এ ধরা পড়বে তখন হবে। এখন তো ওর কেস চলবে আর কেসে যদি দোষী প্রমাণিত হয় তো হল নয়তো নির্দোষ বলে ছেড়ে দেবে। এই মহিলার ভুল আজ ধরা পড়ে গেছে। আরে, হিসাব ছাড়া কি কেউ মারতে পারে ? মহিলা তার আগের হিসাব

পুরো করলো। বুঝে নেবে ওই মহিলাকে ভুগতে হলো সেটা তার ভুল। পরে যদি ওই ড্রাইভার ধরা পড়ে তখন তার ভুল। আজ যে ধরা পড়েছে সেই দোষী।

আবার কতজন তো এমনও বলে, 'ভগবান থাকলে এমন হতো না। সেইজন্যে ভগবান বলে কোন বস্তু এই সংসারে আছে বলে মনে হয় না ! এই মহিলার কি দোষ ছিল ? এই দুনিয়াতে এখন আর ভগবান নেই !' নাও !! এরা এরকম সারাংশ বের করলো ! আরে, এতে কার ভালো ? ভগবানকে কি জন্যে বদনাম করছো ? কি জন্যে তাঁর ঘর খালি করছো ? ভগবানের ঘর খালি করাতে বেরিয়ে পড়েছেন ! আরে ভাই, ভগবান যদি না থাকেন তো এই জগতে রইলো কি ? এরা ভাবছে যে ভগবানের হাতে ক্ষমতা নেই। এতে ভগবানের উপর থেকে আস্থা চলে যায়। এরকম নয়। এ সমস্ত হিসাব চলে আসছে। এ তো একজন্মের হিসাব নয়। আজ এই মহিলার ভুল ধরা পড়াতে তাকে ভুগতে হলো। এ সমস্ত ন্যায়ই হয়েছে। এই মহিলা যে পিষে গেলো তাও ন্যায়। এই জগৎ নিয়মপূর্বক চলে। সংক্ষেপে এইটুকু কথাই বলার।

যদি এই ড্রাইভারের ভুল হতো, তো সরকারের কঠোর নিয়ম হতো, এত কঠোর যে ওই ড্রাইভারকে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতো। কিন্তু এ তো সরকারও করে না কারণ এভাবে হত্যা করতে পারে না। সত্যি সত্যিই এ দোষী নয়। ও নতুন দোষ খাড়া করেছে, সেই দোষ যখন ভুগবে তখন কিন্তু এখন তো ও তোমাকে দোষ থেকে মুক্ত করেছে। তুমি দোষমুক্ত হয়েছো। ও দোষে বাঁধা পড়লো। সেইজন্য আমি সদ্‌বুদ্ধি দিতে বলি যে দোষ করে বাঁধা পড়ো না।

অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ...

এই কলিযুগে অ্যাক্সিডেন্ট (দুর্ঘটনা) আর ইন্সিডেন্ট (ঘটনা) এমন হয় যে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। অ্যাক্সিডেন্ট মানে কি ? 'টু মেনি কজেজ্

অ্যাট এ টাইম' (অসংখ্য কারণ একই সময়ে) আর ইন্সিডেন্ট মানে কি ? 'সো মেনি কজেজ্ অ্যাট এ টাইম' (অনেক কারণ এই সময়ে) সেইজন্যেই আমি বলি 'ভুগছে যে তার ভুল' আর অন্যজন যখন ধরা পড়বে তখন সে তার ভুল বুঝতে পারবে।

এ তো যে ধরা পড়েছে তাকে চোর বলে। যেমন অফিসে একজন ধরা পড়লো তো তাকে চোর বলে কিন্তু অফিসে কি আর কেউ চোর নয় ?

প্রশ্নকর্তা : সবাই আছে।

দাদাশ্রী : যতক্ষণ ধরা পড়ে নি ততক্ষণ মহাজন। প্রকৃতির ন্যায়কে তো কেউ জাহির করেই নি। খুবই সরল আর সঠিক । সেইজন্যে তো সমাধান চলে আসে ! 'শর্ট কাট !' 'ভুগছে যে তার ভুল', এই একটি বাক্য বুঝতে পারলেই সংসারের অনেক বোঝা হাল্কা হয়ে যায়।

ভগবানের নিয়ম তো এই বলছে, যে ক্ষেত্রে, যে কালে, যে ভুগছে সে নিজেই দোষী। এতে অন্য কাউকে এমনকি উকিলকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। কারোর পকেট কাটা গেলে তা তো পকেটমারের জন্যে আনন্দের কথা, সে হয়তো জিলিপী খাচ্ছে, হোটেলে চা-জলখাবার খাচ্ছে আর ঠিক সেই সময়ে যার পকেট কাটা গেছে সে কষ্টভোগ করছে। সেইজন্যে যে ভুগছে তারই ভুল। এ আগে কখনও চুরি করেছে তাই আজ ধরা পড়েছে আর পকেটমার যেদিন ধরা পড়বে সেদিন তাকে চোর বলবে।

আমি কখনও তোমার ভুল খুঁজতে যাব না। সমস্ত জগৎ সামনের ব্যক্তির ভুল দেখছে। ভুগছে নিজে, কিন্তু ভুল অন্যের দেখছে। এতে উল্টে দোষ দ্বিগুণ হয়ে যায় আর ব্যবহারে সমস্যাও বেড়ে যায়। এই কথা বুঝে নিলে সমস্যা কম হতে থাকবে।

মোরবীর বন্যা, কি কারণ ?

মোরবী শহরে যে বন্যা হয়েছিল আর তাতে যা কিছু ঘটেছিল, সে সব কে করেছিল ? তা একটু খুঁজে বের করো। কে করেছিল সে সব ?

সেইজন্যে একটা শব্দ–ই আমি লিখেছি যে এই জগতে ভুল কার ? নিজের বোঝার জন্যেই একই বস্তুকে দুদিক থেকে বুঝতে হবে। যে কষ্ট পাচ্ছে তাকে 'ভুগছে যে তার ভুল'— এইভাবে বুঝতে হবে আর যে দেখছে তাকে, 'আমি একে সাহায্য করতে পারছি না, আমার সাহায্য করা উচিৎ' —এইভাবে দেখতে হবে।

এই জগতের নিয়ম এমন যে যা চোখে দেখতে পায় তাকে ভুল বলে আর প্রকৃতির নিয়ম এরকম যে ভুগছে ভুল তারই।

প্রভাব পড়ে সেখানে .... জ্ঞান না বুদ্ধি ?

প্রশ্নকর্তা : খবরের কাগজে যখন পড়ি যে ঔরঙ্গাবাদে এরকম হয়েছে আর মোরবীতে অমুক হয়েছে তো আমার উপর এর প্রভাব পড়ে। পড়ার পরে যদি কোনরকম প্রভাব না পড়ে তো তাকে কি জড়তা বলে ?

দাদাশ্রী : প্রভাব যদি না পড়ে তো তার–ই নাম জ্ঞান।

প্রশ্নকর্তা : আর প্রভাব পড়লে তাকে কি বলে ?

দাদাশ্রী : তাকে বুদ্ধি বলে, অর্থাৎ সংসার বলে। বুদ্ধিতে ইমোশনাল হয় কিন্তু কিছুই করে না।

এখানে লড়াইয়ের সময় পাকিস্তান থেকে বোমা ফেলতে আসতো। আমাদের লোকেরা ওখানে বোমা পড়েছে এ কথা কাগজে পড়ে এখানে ভয় পেয়ে যেত। এইসব যে প্রভাব পড়ে তা বুদ্ধির কারণে, আর বুদ্ধিই এই সংসারকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। জ্ঞান প্রভাবমুক্ত রাখে। কাগজ পড়ে কিন্তু তবুও প্রভাবমুক্ত থাকে। প্রভাবমুক্ত মানে আমাকে স্পর্শ করে না। আমার কাজ তো দেখা আর জানা।

এই খবরের কাগজের কি করবে ? জানবে আর দেখবে, ব্যস্। জানা অর্থাৎ যার বিশদ বিবরণ লেখা হয়েছে তাকে জানা বলে আর বিশদ বিবরণ না হলে তাকে দেখা বলে। এতে কারোর কোনও দোষ নেই।

প্রশ্নকর্তা : কালের দোষ তো আছে ?

দাদাশ্রী : কালের কি দোষ ? ভুগছে যে তার ভুল। কাল তো ঘুরতেই থাকবে! কোন ভাল সময়ে তুমি ছিলে না কি ? চব্বিশ তীর্থঙ্কর যখন ছিলেন তখন কি তুমি ছিলে না ?

প্রশ্নকর্তা : ছিলাম।

দাদাশ্রী : তো সেই দিনে তুমি চাটনি খাওয়ার জন্যে পড়ে ছিলে। এতে কাল বেচারা কি করবে ? কাল তো নিজে থেকে আসতেই থাকবে! দিনে কাজ না করলেও রাত আসবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : পরে রাত দু'টোর সময় ছোলা কিনতে বেরোলে দ্বিগুণ দাম দিলেও কেউ দেবে কি ?

লোকেদের মনে হয়, এ উল্টো ন্যায়

এখন এক সাইকেল আরোহী ঠিক রাস্তায় যাচ্ছে আর একজন স্কুটারে চড়ে রং-ওয়ে (ভুল রাস্তা) দিয়ে এসে ধাক্কা মেরে তার পা ভেঙে দিল। দুর্ভোগ কার হলো ?

প্রশ্নকর্তা : সাইকেল সওয়ারীর, যার পা ভাঙল তার।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই দুজনের মধ্যে আজকে কে ভুগছে ? তখন বলবে, 'যার পা ভেঙেছে সে।' আর আজ এই স্কুটারওয়ালার নিমিত্তে আগেকার হিসাব পুরো হলো। স্কুটারওয়ালার আজকে কোন কষ্ট নেই। এ তো যখন ধরা পড়বে তখন এর দোষ জানা যাবে। সেইজন্যে যে ভুগছে তার ভুল।

প্রশ্নকর্তা : যার চোট লাগলো, তার কি দোষ ?

দাদাশ্রী : তার দোষ, তার পূর্বের হিসাব, যা আজ শোধ হলো। হিসাব ছাড়া কেউ কোনরকম দুঃখ পায় না। হিসাব পুরো না হলে দুঃখ আসে। এ'তো এর হিসাব এসেছিল বলে ধরা পড়লো, নয়তো এত বড় দুনিয়াতে অন্য কেউ ধরা পড়লো না কেন ? তুমি কেন নির্ভয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছো ? তাতে বলবে, 'নিজের হিসাবে থাকলে হবে, আর হিসাবে না থাকলে কি হবে ?' লোকে এরকম বলে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : ভুগতে না হয় যাতে, তার জন্যে উপায় কি ?

দাদাশ্রী : মোক্ষে যাওয়া। কাউকে কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না দিলে আর কেউ দুঃখ দিলে তা জমা করে নিলে তোমার হিসাব-নিকাশ পুরো হয়ে যাবে। কাউকে নতুন করে কিছু দেবে না, নতুন ব্যবসা শুরু করবে না আর পুরানো কিছু থাকলে তা গুটিয়ে নেবে, তাহলেই চুকে-বুকে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : তো যার পা ভাঙলো সে এরকম মনে করে নেবে যে আমার-ই ভুল, সেইজন্যে সে স্কুটারওয়ালার বিরুদ্ধে আর কিছু করবে না ?

দাদাশ্রী : কিছু করবে না এমন নয়। আমি বলতে চাইছি যে মানসিক পরিণাম যেন না বদলায়। ব্যবহারে যা হচ্ছে তা দাও কিন্তু মনের মধ্যে রাগ-দ্বেষ যেন না হয়। যে 'আমার ভুল' এরকম বুঝতে পারে তার রাগ-দ্বেষ হয় না।

ব্যবহারে যদি পুলিশ বলে যে নাম লেখাও তো লেখাতে হবে। ব্যবহার সব পুরো করবে কিন্তু নাটকীয়, ড্রামাটিকভাবে, রাগ-দ্বেষ করবে না। আমি যদি আমারই ভুল এটা বুঝতে পারি তো স্কুটারওয়ালা বেচারার কি দোষ ? এই জগৎ তো খোলা চোখে দেখছে সেইজন্যে প্রমাণ তো দিতে হবে কিন্তু স্কুটারওয়ালার প্রতি রাগ-দ্বেষ যেন না হয়। কারণ এর কোন ভুল-ই নেই; তুমি এরকম আরোপ করছো যে 'এর ভুল', এ তোমার দৃষ্টিতে অন্যায় দেখাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য হওয়াতে অন্যায় বলে মনে হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে।

দাদাশ্রী : কেউ তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে তা এর ভুল নয় কিন্তু তুমি যে দুঃখ পাচ্ছো তা তোমারই ভুল। এ প্রকৃতির নিয়ম। আর জগতের নিয়ম কি ? যে দুঃখ দিচ্ছে তার ভুল।

এই সূক্ষ্ম কথা বুঝতে পারলে তবেই স্পষ্টীকরণ হয় আর তাহলেই মানুষের সমাধান আসে।

উপকারী, কর্ম থেকে যে মুক্ত করে

বধূ-র মনে এরকম প্রভাব পড়ে যে আমার শাশুড়ী আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। এই কথা দিন–রাত মনে থাকে না ভুলে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : মনে থাকে।

দাদাশ্রী : দিন–রাত মনে থাকে সেইজন্যে পরে শরীরের উপর এর প্রভাব পড়ে। তাই অন্য কোন ভাল বস্তুও সে দেখতে পায় না। সেইজন্যে আমি তাকে এটাই বোঝাই যে, ওর শাশুড়ী ভালো, তার শাশুড়ী ভালো আর তুমি কেন এরকম পেলে ? এ তোমার আগের জন্মের হিসাব, এ চুকিয়ে দাও। কেমন করে হিসাব চুকানো তাও বলে দিই, যাতে ও সুখী হয়। কারণ এর শাশুড়ী দোষী নয়, ভুগছে যে তার ভুল। অর্থাৎ, সামনের ব্যক্তির দোষ নেই।

জগতে কারোর দোষ নেই। যে দোষ বের করছে দোষ তার–ই। জগতে কেউ দোষী নেই-ই। সব নিজের–নিজের কর্মের উদয়ে চলছে। যে ভুগছে তা আজকের ভুল নয়। পূর্বজন্মের কর্মের ফলস্বরূপ এ সমস্ত হচ্ছে। আজ তো এর পশ্চাতাপ হচ্ছে কিন্তু আগের যে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেছে তার কি ? সে তো পুরো না করে মুক্তি নেই।

এই জগতে যদি তোমার কখনও কারোর ভুল খুঁজে বের করতে হয় তো যে ভুগছে তার–ই ভুল। পুত্রবধূ শাশুড়িকে দুঃখ দিচ্ছে অথবা শাশুড়ি পুত্রবধূকে তো এতে ভুগছে কে ? শাশুড়ি। তো ভুল শাশুড়ির। শাশুড়ি যদি পুত্রবধূকে দুঃখ দিচ্ছে তো পুত্রবধূকে এটুকু বুঝে নিতে হবে যে 'ভুল আমারই'। দাদার জ্ঞানের আধারে বুঝে নিতে হবে যে ভুগছে তার ভুল। এই হিসাব আমাকে চুকিয়ে দিতে হবে।

শাশুড়ি পুত্রবধূকে বকাবকি করছে তবুও যদি বৌ সুখী থাকে

আর শাশুড়ি কষ্ট পায় তো শাশুড়ির-ই ভুল বলতে হবে। ভাসুর-এর স্ত্রীকে খুঁচিয়ে যদি তুমি ভোগো তো তা তোমারই ভুল। আর কিছু না করা সত্ত্বেও সে যদি কষ্ট দেয় তো তা পূর্বজন্মের যে হিসাব বাকী থেকে গিয়েছিল তা চুকাতে এসেছে। সেখানে তুমি আবার ভুল করবে না নয়তো আবার ভুগতে হবে। সেইজন্যে মুক্তি পেতে হলে যা কিছু মিঠে-কড়া (গালি ইত্যাদি) আসে তা জমা করে নাও। হিসাব চুকে যাবে। এই জগতে তো হিসাব ছাড়া চোখের দেখাও হয় না তো অন্য কিছু কি হিসাব ছাড়া হবে ? তুমি যাকে যাকে যেটুকু যেটুকু দিয়েছো সেটুকু সেটুকুই তারা পরে তোমাকে ফেরৎ দিতে আসবে। তখন তুমি খুশী হয়ে তা জমা করে নেবে যে হ্যাঁ, এখন আমার হিসাব পুরো হবে। নয়তো যদি ভুল করো তো আবার ভুগতেই হবে।

আমি 'ভুগছে যে তার ভুল' এই সূত্র প্রকাশ করেছি, লোকে তাকে খুব আশ্চর্য্য বলে মনে করছে যে এ তো একদম সঠিক খোঁজ !

গীয়ারে আটকেছে আঙ্গুল, কার ভুল ?

যে কটুতা ভোগ করে সেই কর্তা। কর্তা, সেটাই বিকল্প। যে মেশিন তুমি নিজে বানিয়েছো আর যার গীয়ারে হুইল আছে তার মধ্যে তোমার আঙ্গুল ঢুকে গেলে তুমি যদি মেশিনকে লক্ষ বার বলো যে, 'ভাই, এ আমার আঙ্গুল, আমি নিজে তোমাকে বানিয়েছি', তো তাতে কি এই গীয়ার-হুইল আঙ্গুল ছেড়ে দেবে ? ছাড়বে না। এ'তো তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ভাই, এতে আমার দোষ কোথায় ? ভুগছো তুমি, সেইজন্যে ভুল তোমার ! এইরকম বাইরে সবকিছুই চলমান মেশিনারী মাত্র। এই সমস্ত লোক গীয়ার-ই শুধু। গীয়ার যদি না হতো তাহলে পুরো মুম্বাই শহরে কোন মহিলা তার স্বামীকে দুঃখ দিত না আর কোন স্বামী তার স্ত্রীকে দুঃখ দিত না। নিজের ঘরে সবাইকে সুখেই রাখত, কিন্তু এরকম হয় না। এই স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা সবাই মেশিনারী মাত্র, গীয়ার মাত্র।

পাহাড়কে কি কেউ পাথর মারে ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ আমাকে যদি পাথর মারে আর তাতে চোট লাগে তো খুব উদ্বেগ হয়।

দাদাশ্রী : চোট লাগলে উদ্বেগ হয়, নয় কি ? আর পাহাড় থেকে পাথর গড়াতে গড়াতে মাথার উপর পড়ে আর রক্ত বার হয় তো ?

প্রশ্নকর্তা : সেরকম পরিস্থিতিতে কর্মের অধীন আমার চোট লাগার ছিল তাই লেগেছে এমনটা মনে করে নিই।

দাদাশ্রী : কিন্তু পাহাড়কে গালাগালি দাও না ? সেই সময় ক্রোধ করো না ?

প্রশ্নকর্তা : এতে ক্রোধ করার কারণ নেই ? কেননা কে করেছে তা আমি জানি না।

দাদাশ্রী : সেখানে কি করে সমঝদার হয়ে যাও ? এই বিবেচনা সহজরূপে আসে কি আসে না ? এরকম এরা সবাই পাহাড়-ই। যারা সবসময় পাথর মারছে, গালি দিচ্ছে, চুরি করছে তার সবাই পাহাড়-ই, চেতন নয়। এটা বুঝতে পারলেই কাজ হবে।

দোষী দেখাচ্ছে, তা তোমার মধ্যে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ দেখায়। যার ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ নেই, তাকে দোষী দেখানোর কেউ নেই আর সে কাউকে দোষী দেখেও না। বাস্তবে কেউ দোষী নয়। এ' তো ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ ভিতরে ঢুকে পড়েছে আর তা 'আমি চন্দুভাই' এরকম মেনে নেওয়াতে ঢুকেছে। 'আমি চন্দুভাই' — এই মান্যতা চলে গেলে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ চলে যায়। তা সত্ত্বেও ঘর খালি করতে কিছু সময় লাগে, কারণ বহুদিন ধরে ঢুকে বসে আছে না!

এ তো সংস্কারী রীতি-নীতি

প্রশ্নকর্তা : একে তো নিজে দুঃখ পাচ্ছে আর তা নিজের ভুলের জন্য, তার উপর লোকজন অতি চালাক সেজে আসে আর বলে, 'আরে,

কি হয়েছে, কি হয়েছে ?' কিন্তু এক্ষেত্রে এরকম বলা যায় কি যে এতে তার কি লেনা-দেনা ? ও তো ওর ভুলের জন্য ভুগছে। তোমরা কেউ ওর দুঃখ নিয়ে নিতে পারবে না।

দাদাশ্রী : আসলে এই যারা খোঁজ নিতে আসছে, দেখা করতে আসছে তারা সবাই নিজেদের উচ্চ পর্যায়ের সংস্কারের নিয়মের আধারে আসছে। এরা দেখতে আসছে মানে কি ? সেখানে গিয়ে তারা সেই মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাই, কেমন আছ, এখন তোমার কেমন লাগছে ?' তাতে সে বলে, 'এখন ভাল আছি।' ওর এরকম মনে হয়, 'ওহোহো..., আমার এত ভ্যালু। কত লোক আমার সাথে দেখা করতে আসছে !' এতে নিজের দুঃখ ভুলে যায়।

গুণ করা – ভাগ করা

যোগ করা আর বিয়োগ করা, এই দুটি ন্যাচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট আর গুণ করা – ভাগ করা, এটা মানুষ তার বুদ্ধি দ্বারা করছে। রাতে শুয়ে পড়ার পরে মনে মনে চিন্তা করে এই প্লট-এর দাম বেশী পড়ে যাচ্ছে, অমুক জায়গায় সস্তা আছে, আমি সেখানে নেব। এইভাবে অন্তরে গুণ করতে থাকে। অর্থাৎ, সুখকে গুণ করে (বাড়ায়) আর দুঃখকে ভাগ করে (কমায়)। সুখকে গুণ করে বলেই ফের ভয়ঙ্কর দুঃখ পায়। আর দুঃখকে ভাগ করে কিন্তু দুঃখ কমে না ! সুখকে গুণ করে কি করে না ? 'এরকম হলে ভাল হয়, ওরকম হলে ভাল হয়', করে কি না ? আর এটা প্লাস-মাইনাস হয়। দিস্ ইজ্ ন্যাচারাল অ্যাড্জাস্টমেন্ট। দু'শো টাকা হারিয়ে গেল অথবা ব্যবসায়ে পাঁচ হাজার টাকার লোকসান হলো, এ সব ন্যাচারাল অ্যাড্জাস্টমেন্ট। কেউ দু'হাজার টাকা পকেট কেটে নিয়ে গেল, তাও ন্যাচারাল অ্যাড্জাস্টমেন্ট। 'ভুগছে যে তার ভুল', এ আমি জ্ঞানে দেখে গ্যারাণ্টী দিয়ে বলছি।

প্রশ্নকর্তা : এরকম বলা হয় যে সুখকে গুণ করছে তো এতে ভুল কোথায় ?

দাদাশ্রী : গুণ করতে হলে দুঃখকে করো, সুখকে করলে ভীষণ বিপদে পড়বে। গুণ করার শখ থাকলে দুঃখকে করো, যেমন একজনকে আমি একটা ঘুসি মারলাম আর সে আমাকে দুটো ঘুসি মারলো তো ভাবলাম ভালো হয়েছে ; আরও ভাবলাম যে এরকম অন্য কেউ মারে তো ভালো। এতে আমার জ্ঞান বাড়বে। যদি দুঃখকে গুণ করতে ভালো না লাগে তো করবে না কিন্তু সুখকে তো গুণ করবেই না।

প্রভু-র সামনে দোষী হলো

'ভুগছে যে তার ভুল', এ ভগবানের ভাষা। আর এখানে তো যে চুরি করে লোকে তাকে দোষী বলে। কোর্টে-ও যে চুরি করে তাকে দোষী বলে মানে।

সেইজন্যে এই বাইরের দোষ আটকাতে লোকেরা অন্তরের দোষ আরম্ভ করল। যা করলে ভগবানের কাছে দোষী হয় সেই ভুল শুরু করল। আরে বোকা, ভগবানের কাছে দোষী হয়ো না। এখানে দোষ হলে কোন অসুবিধা নেই ; দু'মাস জেলে থেকে ফিরে আসবে কিন্তু ভগবানের কাছে দোষী হবে না। তুমি কি এটা বুঝতে পারলে ? যদি এই সূক্ষ্ম কথাটা বুঝতে পারো তো কাজ হয়ে যাবে। 'ভুগছে যে তার ভুল', এটা তো অনেকেই বুঝতে পেরেছে। কারণ এরা সবাই খুব বিচারশীল ব্যক্তি, যেমন-তেমন লোক নয়! আমি একবার বোধ দিয়ে দিয়েছি। এখন বৌ শাশুড়িকে দুঃখ দিচ্ছে আর শাশুড়ি একটা বাক্যই শুনে রেখেছে যে, 'ভুগছে যে তার ভুল' ; তাই বৌ চব্বিশঘণ্টা দুঃখ দিলেও তৎক্ষণাৎ বুঝে যায় যে আমার ভুল আছে বলেই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে! তাহলেই এর অন্ত আসবে, নয়তো অন্ত আসবে না আর শত্রুতা বাড়তেই থাকবে।

বোঝা কঠিন কিন্তু বাস্তবিকতা

অন্য কারোর ভুল নেই। যা কিছু ভুল আছে তা নিজেরই ভুল। নিজের ভুলের কারণেই এই সমস্ত তৈরী হয়েছে। এর আধার কি ? তাতে

বলে, 'নিজের ভুল'।

প্রশ্নকর্তা : দেরীতে হলেও বুঝতে পারছি।

দাদাশ্রী : ধীরে বোঝা ভালো। একদিকে শরীর শিথিল হতে থাকে আর বুঝতে থাকে, তার তো কাজ হয়ে যায়। কিন্তু শরীর মজবুত আছে, সেই সময় বুঝতে পারে তো ?

আমি 'ভুগছে যে তার ভুল' এই যে সূত্র দিয়েছি তা সমগ্র শাস্ত্রের সার। মুম্বাই-তে যদি যাও তো দেখবে সেখানে হাজার হাজার ঘরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'ভুগছে যে তার ভুল'। যদি ঘরে পেয়ালা ভেঙে যায় তো সে সময়ে বাচ্চারা দেখে বলে দেয়, 'মা, তোমার ভুল'। হ্যাঁ, বাচ্চারাও বুঝতে পারে। মাকে বলে যে 'তোমার মুখ বিষাদগ্রস্ত, এ তোমারই ভুল।' কটীতে লবণ বেশী হয়ে গেলে দেখে নেবে যে কার মুখের ভাব খারাপ হয়েছে। হ্যাঁ, এরই ভুল। ডাল পড়ে যায় তো দেখবে কার মুখের ভাব খারাপ ; তারই ভুল। তরকারী বেশী ঝাল হলে দেখবে কার মুখের ভাব খারাপ ; তো তার ভুল। এই ভুল কার ? 'ভুগছে যে তার'।

তোমার যদি সামনের ব্যক্তির মুখের ভাব খারাপ দেখায় তো সেটা তোমার ভুল। সেক্ষেত্রে ওর শুদ্ধাত্মাকে স্মরণ করে ওর নামে বারবার ক্ষমা চেয়ে নেবে, তাহলে ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হবে।

স্ত্রী তোমার চোখে ওষুধ দিল আর তোমার চোখে ব্যথা হতে থাকলো তো সে তোমার ভুল। বীতরাগ বলেছেন যে সহ্য করে তার ভুল, আর এইসব লোকে তো নিমিত্তকেই ধরে।

নিজের ভুলের জন্যেই মার খাচ্ছে। যে পাথর ছুঁড়ছে তার ভুল নয়, যার লেগেছে তার ভুল। তোমার আশে-পাশের বাচ্চারা যা খুশি ভুল বা অপকর্ম করুক না কেন, তার প্রভাব যদি তোমার উপর না পড়ে তো তোমার ভুল নয় আর যদি প্রভাব পড়ে তবে তা তোমারই ভুল, এ একেবারে নিশ্চিতভাবে বুঝে নেবে।

জমা – ধারের নতুন রীতি

দু'জন লোক, চন্দুভাই আর লক্ষ্মীচাঁদ–এর দেখা হলো আর চন্দুভাই লক্ষ্মীচাঁদের উপর আরোপ দিল যে তুমি আমার খুব ক্ষতি করেছো ; তো লক্ষ্মীচাঁদের রাতে ঘুম আসে না আর চন্দুভাই তো শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। সেইজন্যে ভুল লক্ষ্মীচাঁদের। কিন্তু দাদার বাক্য 'ভুগছে যে তার ভুল' মনে পড়লে লক্ষ্মীচাঁদ–ও শান্তিতে ঘুমাবে নয়তো ওকে গালাগাল করতে থাকবে।

তুমি কোন এক সুলেমানকে পয়সা দিয়েছো আর সে যদি ছ'মাসেও তোমার পয়সা ফেরৎ না দেয় তো ? আরে, কে ধার দিয়েছে ? তোমার অহংকার। সে পোষণ দিয়েছিল আর তুমি দয়ালু হয়ে পয়সা ধার দিয়েছিলে। সেইজন্যে এখন সুলেমানের খাতায় জমা করো আর অহংকারের খাতায় ধার লিখে রাখো।

এরকম পৃথকীকরণ তো করো

যার বেশী দোষ সেই এ জগতে মার খায়। মার কে খাচ্ছে সেটা দেখবে। যে মার খাচ্ছে সেই দোষী।

দুর্ভোগের মাত্রা থেকে হিসাব বেরিয়ে যায় যে কত ভুল ছিল ! ঘরে দশজন সদস্য আছে, তার মধ্যে দু'জনের ঘর কেমন চলছে তার চিন্তা পর্য্যন্ত হয় না। দু'জন এরকম ভাবনা রাখে যে ঘরে সাহায্য করা উচিৎ, দু'তিন–জন সাহায্য করে, একজন তো ঘর কিভাবে চলবে সমস্ত দিন সেই চিন্তায় ডুবে আছে আর দু'জন তো আরামে ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে ভুল কার ? ভাই, যে ভুগছে, চিন্তা করছে তার–ই। যে আরামে ঘুমাচ্ছে তার কিছু নেই।

ভুল কার ? বলে, কে ভুগছে তার খোঁজ নাও। চাকরের হাত থেকে দশটা কাপ পড়ে ভেঙে গেলে তার প্রভাব ঘরের লোকেদের উপর পড়ে কি পড়ে না ? এখন ঘরের লোকেদের মধ্যে যারা ছোটো তাদের তো

কোনও দুঃখ হয় না, কিন্তু তাদের বাবা–মা আক্ষেপ করতে থাকে। তার মধ্যে মা-ও কিছু সময় পরে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু বাবা হিসাব কষতে থাকে যে পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি হলো। সে বেশী অ্যালার্ট, তাই বেশী ভুগবে। এর থেকে সিদ্ধান্ত 'ভুগছে যে তার ভুল'।

ভুল তোমাকে খুঁজতে যেতে হবে না। বড়–বড় জজ্ বা উকিল-ও খুঁজতে যেতে হবে না। আমি এই যে সূত্র দিয়েছি, 'ভুগছে যে তার ভুল', এটাই থার্মোমিটার। কেউ যদি এটুকুই পৃথক করতে করতে এগিয়ে চলে তো সরাসরি মোক্ষে পৌঁছে যাবে।

ভুল ডাক্তারের, না রোগীর ?

ডাক্তার রোগীকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘরে গিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো আর রোগী সারারাত ইঞ্জেকশনের ব্যথায় কষ্ট পেলো, তো এতে ভুল কার ? রোগীর ! ডাক্তার তো যখন কষ্ট পাবে তখন তার ভুল ধরা পড়বে ।

বাচ্চার জন্যে ডাক্তার ডাকলে আর সে এসে দেখলো যে নাড়ী বন্ধ, তো ডাক্তার কি বলবে ? 'আমাকে কি জন্যে ডাকলে ?' আরে, তুমি হাত দিলে, সেই মুহূর্তেই বন্ধ হলো, নয়তো নাড়ী তো চলছিল। কিন্তু ডাক্তার ধমকও দেয় আর তার উপর দশ টাকা ফীজ্ নিয়ে চলে যায়। আরে, ধমকাচ্ছো তো পয়সা নেবে না আর পয়সা নিচ্ছো তো ধমকাবে না। কিন্তু না, ফীজ্ তো নিতেই হবে। তো পয়সা দিতে হয়। জগৎ এরকম-ই। সেজন্যে এই কালে ন্যায় খুঁজতে যেও না।

প্রশ্নকর্তা : এমনও হয় যে আমার কাছ থেকে ওষুধ নেয় আর আমাকেই ধমকায়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এরকম–ও হয়। তা সত্ত্বেও সামনের ব্যক্তিকে যদি দোষী ভাবো তাহলে তুমিই দোষী হবে। এখন তো প্রকৃতি ন্যায়ই করছে।

অপারেশন করতে গিয়ে যদি রোগী মারা যায় তো ভুল কার ?

কাদার উপর জুতো পরে চলতে গিয়ে যদি পিছলে যায় তো দোষ কার ? ভাই, তোমারই ! এটা জানা ছিল না যদি খালি পায়ে চললে আঙ্গুলের ভর থাকতো আর পড়তো না ? এতে দোষ কার ? মাটির, জুতোর না তোমার ? ভুগছে যে তার ভুল ! এটুকুই যদি পুরোপুরি বোঝা যায় তো এ মোক্ষে নিয়ে যাবে। এই যে লোকেদের দোষ দেখছে তা খুব ভুল হচ্ছে। নিজের ভুলের কারণে নিমিত্ত পাচ্ছে। এ তো জীবিত নিমিত্ত পেলে তাকে কামড়াতে যায়, আর যদি কাঁটা ফোটে তো কি করে ? চৌরাস্তায় কাঁটা পড়ে আছে আর হাজার হাজার মানুষ সেখান দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাউকে স্পর্শ করে না। অথচ চন্দুভাই যখন সেখান দিয়ে যায় তখন কাঁটা বেঁকে থাকলেও তার পায়ে ফুটে যায়। 'ব্যবস্থিত শক্তি' কেমন হয় ? যার কাঁটা ফোটার হয় তারই ফোটে ; সমস্ত সংযোগ একত্র করে দেয়, কিন্তু এতে নিমিত্তের কি দোষ ?

যদি কোন ব্যক্তির ওষুধ দেওয়ার জন্যে কাশি হয় তো ঝগড়াঝাটি হয়ে যায় কিন্তু যদি লঙ্কা ফোড়ন দেওয়ার জন্যে কাশি হয় তো কেউ ঝগড়া করে ? এ তো যে ধরা পড়ে তার সাথে ঝগড়া করে, নিমিত্তকেই কামড়ায়। যদি বাস্তবিকতা–কে জানে যে কে করছে আর কিসের থেকে হচ্ছে তাহলে কি কোনও ঝঞ্ঝাট থাকে ? তীর যে মেরেছে তার ভুল নয়, তীর যার লাগলো তারই ভুল। তীর যে মারছে সে যখন ধরা পড়বে তখন তার ভুল। এখন তো যার তীর লেগেছে সে ধরা পড়েছে। যে ধরা পড়েছে সে প্রথম দোষী, অন্যজন তো যখন ধরা পড়বে তখন তার ভুল।

বাচ্চাদের-ই ভুল বের করে সবাই

তুমি যখন পড়াশুনো করতে তখন তাতে কোনো বাধা–বিঘ্ন এসেছিল ?

প্রশ্নকর্তা : বাধা তো এসেছিল।

দাদাশ্রী : সে তোমারই ভুলের কারণে। এতে শিক্ষকের বা অন্য কারোর ভুল ছিল না।

প্রশ্নকর্তা : এই ছেলেরা যে শিক্ষকের সামনে উদ্ধত হয়ে যায়, এরা কবে শুধরাবে ?

দাদাশ্রী : যে ভুলের পরিণাম ভোগ করছে ভুল তার। এই গুরুরা-ও এমন জন্মেছে যে শিষ্যরা তাদের সামনে ঔদ্ধত্য দেখায়। এই ছেলেরা তো সেয়ানাই কিন্তু গুরুরা আর মা–বাপ এমনই ঘনচক্কর জন্মেছে। আর গুরুজনরা যদি পুরোনোকেই আঁকড়ে থাকে তো ছেলেরা উদ্ধত হয়ে যায় কি না ? এখন তো মা–বাবার চরিত্রই এমন নয় যে ছেলেরা উদ্ধত হবে না। এতো গুরুজনদেরই চরিত্রের দৈন্যতা যে ছেলেরা উদ্ধত হয়ে যাচ্ছে।

ভুলের সামনে দাদার বোধ

'ভুগছে যে তার ভুল' এই সূত্র মোক্ষে নিয়ে যাবে। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আমি আমার ভুল কি করে খুঁজবো ? তো আমি একে শেখাই যে তোমাকে কোথায় কোথায় ভুগতে হয়েছে, সেখানে সেখানে তোমারই ভুল। তোমার কি ভুল হয়েছিল যে এমন ভুগতে হচ্ছে তা খুঁজে বের করো। এতো সমস্ত দিন দুর্ভোগ হচ্ছে, তো খুঁজে বের করা দরকার যে কি কি ভুল হয়েছে !

দুর্ভোগের সাথেই বুঝতে পারা যায় যে এ নিজেরই ভুল। যদি কখনও নিজের ভুল হয়ে যায় তো আমার টেনশন হয়ে যাবে না।

আমি সামনের ব্যক্তির ভুল কিভাবে বুঝতে পারি ? সামনের ব্যক্তির হোম (আত্মা) আর ফরেন (অনাত্মা) আলাদা দেখায়। সামনের ব্যক্তির ফরেনে ভুল হয়, দোষ হয় তো আমি কিছু বলি না। কিন্তু হোমে যদি কিছু হয় তখন আমি ঠুকে দিই। মোক্ষে যেতে কোনও বাধা যেন না আসে।

অন্তরে তো অসীম বসতি আছে, তার মধ্যে কে ভুগছে তা জানা

যায়। কখনও অহঙ্কার ভুগছে তো তা অহঙ্কারের ভুল। কোনো সময় মন ভুগছে তো তা মনের ভুল। কোনো সময় চিত্ত ভুগছে তো সেই সময় চিত্তের ভুল। এ তো নিজের ভুল থেকে স্বয়ং আলাদা থাকতে পারে। কথাটা বুঝতে হবে তো ?

আসল ভুল কোথায় ?

ভুল কার ? ভুগছে যে তার ! কি ভুল ? 'আমি চন্দুভাই'–এই মান্যতাই তোমার ভুল। কারণ এই জগতে কেউ দোষী নয়। সেইজন্যে কেউ দোষের ভাগী নয়। এরকম প্রমাণিত হয়।

সত্যি সত্যিই এই জগতে কেউ কিছু করতে পারে এমন নয়, কিন্তু যে হিসাব হয়ে রয়েছে তা ছাড়বে না। যে গণ্ডগোলের হিসাব হয়ে গেছে তা তো ফল না দিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু এখন নতুন করে আর গণ্ডগোল করো না ; এখন বন্ধ করো। যখন থেকে এটা জেনেছো তখন থেকে বন্ধ করো। পুরোনো গণ্ডগোল যা হয়ে রয়েছে তা তো তোমাকে চুকিয়ে দিতে হবে, কিন্তু নতুন কিছু না হয় তা দ্যাখো। সমস্ত দায়িত্ব নিজেরই, ভগবানের কোনো দায়িত্ব নেই। ভগবান এতে হাত দেন না। সেইজন্যে ভগবানও কিন্তু একে ক্ষমা করতে পারেন না। অনেক ভক্ত এরকম মনে করে যে, 'আমি পাপ করেছি, ভগবান ক্ষমা করবেন।' ভগবানের কাছে ক্ষমা নেই। দয়ালু লোকেরা ক্ষমা করে। দয়ালু ব্যক্তিকে বলো যে, 'সাহেব, আমি তোমার প্রতি অনেক ভুল করেছি।' তো তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দেয়।

যে দুঃখ দিচ্ছে সে তো নিমিত্তমাত্র, আসল ভুল তো নিজেরই। যার জন্যে লাভ হচ্ছে সেও নিমিত্ত আর যার জন্যে লোকসান হচ্ছে সেও নিমিত্ত ; কিন্তু এ তোমারই হিসাব তাই এমন হচ্ছে। আমি তোমাকে খুলে বলছি যে তোমার 'বাউণ্ডারী'–তে কারোর আঙ্গুল দেওয়ারও শক্তি নেই আর যদি তোমার ভুল থাকে তাহলে যে কেউ এসে আঙ্গুল ঢোকাবে। আরে, লাঠি দিয়েও মেরে যাবে। কে ঘুঁসি মারছে তাকে তো 'আমি' চিনে নিয়েছি। সব তোমার নিজেরই ! কেউ তোমার ব্যবহার খারাপ করেনি ;

তোমার ব্যবহার তুমিই খারাপ করেছো। ইউ আর হোল অ্যাণ্ড সোল রেসপন্সিব্‌ল্ ফর ইয়োর ব্যবহার।

ন্যায়াধীশ, 'কম্পিউটার' সমান

ভুগছে যে তার ভুল, এ 'গুপ্ত তত্ত্ব'। এখনে বুদ্ধি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যেখানে মতিজ্ঞান কাজ করে না সেই কথা 'জ্ঞানীপুরুষ'–এর কাছে স্পষ্ট হয়, আর তা 'যেমনটি তেমন' হয়। এই গুপ্ত তত্ত্বকে খুব সূক্ষ্ম অর্থে বোঝা প্রয়োজন। ন্যায় যে দেবে সে যদি চেতন হয় তো সে কিন্তু পক্ষপাত করতে পারে। কিন্তু জগতকে যে ন্যায় দিচ্ছে সে নিশ্চেতন চেতন। একে জগতের পরিভাষায় বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে এ কম্পিউটারের মত। কম্পিউটারে যদি প্রশ্ন দাও তো কম্পিউটারের-ও ভুল হতে পারে, কিন্তু জগতের ন্যায়ে ভুল হয় না। এই জগতের ন্যায়ের কর্তা নিশ্চেতন চেতন আর 'বীতরাগ'। 'জ্ঞানীপুরুষ'–এর একটা শব্দও যদি বুঝে যায় আর গ্রহণ করে তো মোক্ষেই যাবে। কার শব্দ ? 'জ্ঞানীপুরুষ'–এর ! এতে তো কাউকে কারোর পরামর্শ নিতে হয় না যে ভুল কার ? 'ভুগছে যে তার ভুল'।

এ তো সায়েন্স, সম্পূর্ণ বিজ্ঞান। এতে একটা অক্ষর-ও ভুল নয়। এ তো বিজ্ঞান, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ই। সমস্ত জগতের জন্যে এই বিজ্ঞান। এ শুধু ইণ্ডিয়ার জন্যে, এরকম নয়। ফরেনের সবার জন্যে-ও !

যেখানে এরকম শুদ্ধ, নির্মল ন্যায় তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছি, সেখানে ন্যায়–অন্যায়ের ভাগাভাগি করার কি রইলো ? এ খুবই গভীর কথা। সমস্ত শাস্ত্রের সার বলে দিয়েছি। এ তো 'সেখানকার' জাজমেন্ট (ন্যায়) কোন রীতিতে চলে, তা এক্‌জ্যাক্ট বলছি যে, 'ভুগছে তার ভুল'। আমার কাছ থেকে 'ভুগছে যে তার ভুল' এই সূত্র একদম এক্‌জ্যাক্ট নির্গত হয়েছে ! যে কেউ একে ব্যবহার করবে, তার কল্যাণ হয়ে যাবে !!!

জয় সচ্চিদানন্দ

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

মুম্বাই	ঃ	9323528901	দিল্লী	ঃ	9810098564
কোলকাতা	ঃ	9830093230	চেন্নাই	ঃ	9380159957
জয়পুর	ঃ	9351408285	ভোপাল	ঃ	9425024405
ইন্দৌর	ঃ	9039936173	জব্বলপুর	ঃ	9425160428
রায়পুর	ঃ	9329644433	ভিলাই	ঃ	9827481336
পাটনা	ঃ	7352723132	অমরাবতী	ঃ	9422915064
বেঙ্গলুর	ঃ	9590979099	হায়দ্রাবাদ	ঃ	9989877786
পুনে	ঃ	9422660497	জলন্ধর	ঃ	9814063043

U.S.A.	:	DBVI Tel. : +1 877-505-DADA (3232),	UAE	:	+971 557316937
		Email : info@us.dsdabhagwan.org	Australia	:	+61 421127947
U.K.	:	+44 330-111-DADA (3232)	New Zealand	:	+64 21 0376434
Kenya	:	+254 722 722 063	Singapore	:	+65 81129229

www.dadabhagwan.org

'ভুগছে যে তার ভুল'

এই যে পকেট মার হলো, এতে ভুল কার ? এর পকেট কাটলো না আর তোমার-ই কেন কাটলো ? তোমাদের দুজনের মধ্যে এখন কে ভুগছে ? 'যে ভুগছে তারই ভুল ।'

'ভুগছে যে তার ভুল' এই নীতি মোক্ষে নিয়ে যাবে। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আমি আমার ভুল কি করে বুঝবো ? তো তাকে আমি শেখাই যে 'তোমার কোথায় কোথায় ভুগতে হচ্ছে দ্যাখো ; সে সব-ই তোমার ভুল । তোমার কি ভুল হয়ে থাকবে যার জন্যে এরকম ভুগতে হচ্ছে তা খুজে বের করো ।' এ তো সারাদিন দুর্ভোগ চলছে, তো খুঁজে বের করা উচিৎ যে কি কি ভুল হয়েছে !

এ তো নিজের ভুলেই বাঁধা পড়ে আছো ; কোনো লোক এসে বাঁধেনি । সেই ভুল ভাঙ্গলেই মুক্ত হবে ।

--দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

ISBN 978-93-87551-27-5

Printed in India

Price ₹15